219038 - ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?

প্রশ্ন

ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক: ঈমান আনার কারণসমূহ অনেক। যেমন-

১। ইলম অর্জন করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমিনগণ আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে।"[সূরা নিসা, আয়াত: ১৬২]

২। সত্যকে গ্রহণ করা, অহংকার না করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৩]

৩। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিগত নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০]

৪। মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৪৬]

৫। আল্লাহ্র পাঠানো কিতাব ও তাঁর শরিয়ি নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।"[সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

৬। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি

তাতে ঈমান এনছে।”[সূরা শুরা, আয়াত: ১৫]

৭। ঈমানদারদরে সঙ্গ গ্রহণ এবং কাফরে ও পাপীদরে সঙ্গ ত্যাগ: আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “যালমি ব্যক্তি সদেনি নজিরে দু’হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলরে সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভাগে আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বভি্রান্ত করছেলি আমার কাছে উপদশে পৌঁছার পর। আর শয়তান তো মানুষরে জন্য মহাপ্রতারক।”[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ২৭-২৯]

৮। সুস্থ-সরল ববিকেকে কাজে লাগানো। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “আর তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা ববিকে-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জলন্ত আগুনরে অধবিাসী হতাম না।”[সূরা মুলক, আয়াত: ১০]

৯। ভাল কাজ পছন্দ করা এবং কুফুরি ও পাপ কাজকে ঘৃণা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “কন্তিু আল্লাহ্ তোমাদরে কাছে ঈমানকে প্রয়ি করছেনে এবং সটোকে তোমাদরে হৃদয়গ্রাহী করছেনে। আর কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করছেনে তোমাদরে কাছে অপ্রয়ি।”[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭]

১০। সব কারণরে সবচয়েে বড় কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও বান্দার জন্য ভাল তাকদীর নর্িধারণ করে রাখা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “আর আল্লাহ্ শান্তরি আবাসরে দকিে আহ্বান করনে এবং যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরচিালতি করনে।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৫]

দুই:

ঈমান না-আনার প্রতবিন্ধকতাও অনকে। যমেন-

১। অজ্ঞতা এবং ঈমানী মহান শক্ষিা ও দকি নর্িদশেনাগুলো না জানা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “বরং তারা যে বষিয়রে জ্ঞান আয়ত্ত করনেি তাতে মথি্যারোপ করছে, আর যার প্রকৃত পরণিতি এখনও তাদরে কাছে আসনেি। এভাবইে তাদরে পূর্ববর্তীরাও মথি্যা আরোপ করছেলি, কাজইে দখেুন, যালমিদরে পরণিাম কি হয়ছে।”! [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৯] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, “কন্তিু, তাদরে অধকিাংশই মূর্খ।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১১১] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, “কন্তিু, তাদরে অধকিাংশই জানে না।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৩৭]

২। হংিসা ও বদ্বিষে; যা হচ্ছে ইহুদীদরে বশৈষ্ট্যি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “কতিাবীদরে অনকেইে চায়, যদি তারা তোমাদরেকে তোমাদরে ঈমান আনার পর কাফরেরূপে ফরিয়িে নতিে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদরে নজিদেরে পক্ষ থকেে বদ্বিষেবশতঃ (তারা এটা করে থাকে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০৯]

৩। অহংকার। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বড়োয় আমার নদির্শনসমূহ থকেে আমি তাদরে

অবশ্যই ফরিয়িে রাখব। আর তারা প্রত্যকেটি নিদির্শন দখেলওে তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দখেলওে এটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কন্িতু তারা ভুল পথ দখেলে সটোকে পথ হসিবে গ্রহণ করব। এটা এ জন্য য, তারা আমাদরে নদির্শনসমূহে মথি্যারোপ করছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছলি গাফলে।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৬]

৪। সত্য থকেে মুখ ফরিয়িে নয়ো ও সত্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "অতঃপর যদি তারা মুখ ফরিয়িে নয়ে, তবে আপনাকে তো আমরা এদরে রক্ষক করে পাঠাইনি।"[সূরা শুরা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, "পূর্বে যা ঘটছে তার কছিু সংবাদ আমরা এভাবে আপনার নকিট বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদরে নকিট হতে আপনাকে দান করছেি যকির। এটা থকেে য বমিুখ হব, অবশ্যই সে কয়িামতরে দনি মহাভার বহন করব। সটোতে তারা স্থায়ী হবে এবং কয়িামতরে দনি তাদরে জন্য এ বোঝা হবে কত মন্দ!"[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৯৯-১০১] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, "অতএব আপনি তাকে উপক্ষো করে চলুন য, আমাদরে স্মরণ থকেে বমিুখ হয় এবং কবেল দুনয়িার জীবনই কামনা কর।"[সূরা নাজম, আয়াত: ২৯] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "আর যে রহমানরে যকিরি থকেে বমিুখ হয় আমরা তার জন্য নয়িোজতি করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।"[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

৫। ঈমানকে বুঝার পর, দললি জানার পরওে প্রত্যাখ্যান করা, গ্রহণ না করা। জানার পরওে হঠকারতিা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আমরা যাদরেকে কতিাব দয়িছেি তারা তাকে সরেূপ চনিে যরেূপ চনিে তাদরে সন্তানদরেক। যারা নজিরোই নজিদেরে ক্ষতি করছে, তারা ঈমান আনবে না।"[সূরা আনআম, আয়াত: ২০] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, "অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদরে হৃদয়কে বাঁকা করে দলিনে। আর আল্লাহ্ ফাসকি সম্প্রদায়কে হদোয়াত করনে না।"[সূরা সাফ্ফ, আয়াত: ৫] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, "এভাবইে ফরিয়িে নয়ো হয় তাদরেকে যারা আল্লাহ্র নদির্শনাবলীকে অস্বীকার কর।"[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬৩]

৬। বলিাসতিায় ডুবে থাকা, নয়োমতরে অপচয় করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, "আর যারা কুফরী করছে যদেনি তাদরেকে জাহান্নামরে সামনে পশে করা হবে (সদেনি তাদরেকে বলা হব) 'তোমরা তোমাদরে দুনয়িার জীবনইে যাবতীয় সুখ-সম্ভার নয়িে গছে এবং সগেুলো উপভোগেও করছে। সুতরাং আজ তোমাদরেকে দয়ো হবে অবমাননাকর শাস্ত; কারণ তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী করত।"[সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে, "ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছলি ভোগ-বলিাস।"[সূরা ওয়াক্বয়িা, আয়াত: ৪৫]

৭। সত্যকে ও সত্য গ্রহণকারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্যি করা। আল্লাহ্ তাআলা নূহ আলাইহসি সালাম এর এর উম্মত সম্পর্কে বলনে, তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বশি্বাস স্থাপন করব অথচ তোমার অনুসরণ করছে নীচুজাতরো।"[সূরা ওয়াক্বয়িা, আয়াত: ১১১]

৮। পাপ কাজ করা ও আল্লাহ্র আনুগত্য থকেে বরেয়িে শয়তানরে আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, যারা অবাধ্য হয়ছে

এভাবইে তাদরে সম্পর্কে আপনার রবরে বাণী সত্য প্রতপিন্ন হয়ছে যে, তারা ঈমান আনবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৩]

৯। অন্তররে কাঠন্যিতা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “সুতরাং যখন আমাদরে শাস্তি তাদরে উপর আপতত হল, তখন তারা কনে বনীত হল না? কন্তিু তাদরে হৃদয় নষ্ঠিুর হয়ছেলি এবং তারা যা করছলি শয়তান তা তাদরে দৃষ্টতিে শোভন করছেলি।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৪৩]

১০। আল্লাহ্ যা নাযলি করছেনে সটোকে অপছন্দ করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “আর যারা কুফরী করছে তাদরে জন্য রয়ছে ধ্বংস এবং তনিি তাদরে আমলসমূহ ব্যর্থ করে দয়িছেনে। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযলি করছেনে তারা তা অপছন্দ করছে। কাজইে তনিি তাদরে আমলসমূহ নষ্ফিল করে দয়িছেনে।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৮-৯]

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।